বাঁদরামি।। খুনসুটিতে মেতে দুই বাঁদর শাবক। জলদাপাড়ায় অপর্ণা গুহরায়ের তোলা ছবি।

স্ত্রীর সামনে প্রথম স্বামীকে কোপ দ্বিতীয়র

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ২৪ নভেম্বর : রুপোলি পর্দার চেনা প্লট, এক ফুল দো মালি। সেখানে কোনও একজন নায়ক বা নায়িকায় মুগ্ধ থাকে দুইজন। আর তা নিয়েই গড়িয়ে চলে প্লট। কিন্তু দো ফুল অউর দো মালি! এমনটাই ঘটেছে শীতলকুচি ব্লকের ছোট ধাপেরচাতরা গ্রামে। ঘটনার 'নায়ক-নায়িকা' চারজন। কার বৌ শেষপর্যন্ত কার সঙ্গে থাকবে, তা নিয়েই যত গণ্ডগোল আর মারামারি। সেই মারামারিতে আবার জখম হয়েছেন তিনজন। শীতলকুচি থানার পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় বুধবার সন্ধে পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি থানায়।

এক্ষেত্রে সম্পর্কের সমীকরণটা ঠিক কীরকম? ছোট ধাপেরচাতরায় বাড়ি বিধান রায়ের। প্রায় ১৭ বছর আগে বিধানবাবু প্রতিবেশী যুবতী বিউটি বর্মনকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সংসার বেশিদিন টেকেনি। সম্পর্কে ফাটল ধরে বিয়ের এক বছরের মধ্যেই। এরপর সালিশি সভায় আলোচনার মাধ্যমে আলাদা হয়ে যান তাঁরা। পরে দুজনেই আলাদাভাবে বিয়ে করেন। বিধান বিয়ে করেন শীতলকুচি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা বিষাদি বর্মনকে। আর বিউটি বিয়ে করেন সিতাই ব্লকের অধীর বর্মনকে। বর্তমানে বিউটির দুই ছেলে আছে। বিধানেরও এক মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে।

এত অবধি সব ঠিকই ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে ফের যোগাযোগ শুরু হয় বিধান ও বিউটির। কয়েকমাস আগে ছোট ছেলেকে নিয়ে সটান বিধানের বাড়িতে চলে আসেন বিউটি। তবে বিধানের বর্তমান স্ত্রী বিষাদি রায় তা মেনে নেননি। বিষাদির অভিযোগ, তাঁর বারণ না শুনে বাড়ির পাশেই আলাদা ঘর করে বিধান বিউটিকে নিয়ে থাকতে শুরু করেন। বিষাদির মতোই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেননি বিউটির দ্বিতীয় স্বামী অধীর। তিনি কাজের সুবাদে ভিনরাজ্যে থাকেন। বাড়ি ফিরে তিনি স্ত্রীকে ফিরে আসতে বলেন। কিন্তু বিউটি আবার ফিরতে নারাজ। সেই রাগে অধীর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে মঙ্গলবার রাতে চড়াও হন বিধানের বাড়িতে। বিউটিকে জোর করে তুলে নিয়ে যেতে চান। বাধা দিলে বিধানকে মারধর করেন এবং মাথায় ধারালো অস্ত্রের কোপ মারেন বলেও অভিযোগ। বিউটিকেও মারধর করা হয়। এসবের মাঝে পড়ে জখম হয়েছেন সিতাইয়ের কেশরিবাড়ি এলাকার ইজ্জাজুল মিয়াঁ নামে এক ব্যক্তি।

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিধান রায়। –সংবাদচিত্র

সম্পর্কে জট

- বিধান রায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বিউটি বর্মনের
- ছাড়াছাড়ির পর বিধান বিয়ে করেন বিষাদিকে
- বিউটি বিয়ে করেন অধীর বর্মনকে
- প্রত্যেকেরই দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান রয়েছে
- সম্প্রতি বিউটি আবার বিধানের কাছে ফিরে আসেন
- বিধানও বিষাদিকে ছেড়ে বিউটির সঙ্গেই থাকছেন

খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে আসে শীতলকুচি থানার পুলিশ। জখম অবস্থায় বিধান, বিউটি ও ইজ্জাজুল মিয়াঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় শীতলকুচি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। বিধান বর্তমানে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি। ইজ্জাজুল শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি বলে খবর।

এদিন বিধান বলেন, 'আমি বিউটিকে নিয়ে শুয়ে ছিলাম। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ হঠাৎ আট-দশজন চড়াও হয়। ওদের মধ্যে অধীরও ছিল। ওদের মুখ কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। দরজা ভেঙে ঢোকে। আমায় মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মেরে বিউটিকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। আমাকে মারতে গিয়ে নিজেদের দলের একজনকে কোপ মারে। এই ঘটনার লিখিত অভিযোগ জানাব পুলিশে।'

বিধানের প্রথম স্ত্রী বিউটি বলেন, 'অধীরের সঙ্গে তিন মাস আগেই সম্পর্ক ভেঙে গিয়েছে। ও আমাকে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করত। তাই প্রথম স্বামীর কাছেই ফিরে এসেছি। ওরা মঙ্গলবার রাতে আমাকে অপহরণের চেষ্টা করে।'

এব্যাপারে অধীরের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে সিতাই পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ইলোকচাঁদ বর্মন বলেন, অধীর আমার প্রতিবেশী। তাঁর স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে গিয়েছেন বলে জানি। মঙ্গলবারের ঘটনার বিষয়ে কিছু জানা নেই।'

সংক্রামিত ৫২

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২৪ নভেম্বর : বুধবার উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলা মিলিয়ে ৫২ জন করোনা সংক্রামিতের খবর পাওয়া গিয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর, এদিন কোচবিহারে আরও ১০, আলিপুরদুয়ারে ৫, জলপাইগুড়িতে ১৫, দার্জিলিং জেলায় ২২ জন নতুন করে সংক্রামিত হয়েছেন। মৃত্যুর কোনও খবর নেই। কোচবিহারে সংক্রামিতদের মধ্যে সদরে ৭, দিনহাটায় ১ এবং মাথাভাঙ্গায় ২ জন রয়েছেন।

রক্তাক্ত দেহ

প্রথম পাতার পর

বাবা সুনীল বর্মন ও মা মেনকা বর্মন দিনমজুর। দুই ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে মনোজ বড়। পরিবার সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বিকেল তিনটে নাগাদ পাশের বাড়ির প্রাইমারি স্কুল পড়ুয়া (৪-৫ বছর) এক বন্ধুকে নিয়ে সাইকেলে চেপে মেলায় আসে মনোজ। দুজন সন্ধ্যা অবধি মেলায় ঘোরাফেরা করে। তারপর বয়সে বড় আরও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মনোজের দেখা হয়। কয়েকজন বন্ধু মনোজকে মেলার উত্তরদিকের রাস্তায় ডেকে নেয়। তখন প্রতিবেশী বন্ধুটি বাড়ি ফিরে যাবে কি না, জানতে চায় মনোজের কাছে। মনোজ ওকে জানায়, 'তুই এখন বাড়ি গেলে চলে যা। আমি পরে যাব।' কিন্তু যে দু'তিনজন বন্ধু ডেকে নিয়ে যায় ওদেরকে আগে থেকে সেভাবে মনোজের ওই প্রতিবেশী বন্ধুটি চেনে না। তারপর মনোজের বাড়ির লোকজনও মেলায় আসেন। অনেক রাত পর্যন্ত অনুসন্ধান চালিয়েও ছেলের হদিস পায়নি পরিবার। এমনকি মেলা কমিটির মাধ্যমে বারবার মাইকে ওই কিশোর নিখোঁজ ঘোষণা করা হয়। তবু সন্তান না ফেরায় দুশ্চিন্তায় রাত কাটে পরিবারের। এদিন সকালে পরিবারের তরফে সোনাপুর ফাঁড়িতে মিসিং ডায়ারি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখনই খবর ছড়িয়ে পড়ে, মধ্য মেজবিলে বুড়ি তোর্ষা নদীর ধারে এক কিশোরের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।

যেখানে ওই কিশোরের দেহটি উদ্ধার হয় সেখান থেকে ৫০০ মিটার দূরে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একটি সাইকেল পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় এক বাসিন্দা। তিনি অবশ্য সাইকেলটি নিজের বাড়িতে নিয়ে রাখেন। কিন্তু এরকম ঘটনা ঘটবে আঁচ করতে পারেননি।

এমনিতে রাতের দিকে নদীপাড়ের ওই এলাকা শুনসান থাকে। পাশে একটি শ্মশান থাকায় মানুষের যাতায়াতও কম। এদিন সকালে স্থানীয় কয়েকজন চাষি ধান কাটতে এসে মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখেন। খবর ছড়িয়ে পড়তে বহু মানুষ সেখানে জড়ো হন। খবর পেয়ে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে।

মনোজকে কেন খুন করা হল? কে বা কারা খুন করল? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ধন্দে পড়েছে পুলিশও। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, মনোজকে হত্যার পেছনে ওই দু'তিনজন বন্ধুর হাত থাকতে পারে। কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে মেলা ছেড়ে এতটা দূরে মনোজ কেন গেল? আর বন্ধুরাও তো বয়সে খুব একটা বড় নয়। নেশা বা মোবাইল গেমের প্রতি কোনও আসক্তি ছিল কি না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তবে যেভাবে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ওই কিশোরের গলার নলি কেটে দেওয়া হয়েছে তাতে এটাও মনে হচ্ছে যে, এই ঘটনায় বড়দেরও হাত থাকতে পারে। মনোজের ওই বন্ধুদের খোঁজে পুলিশ এদিন শিলবাড়িহাট হাইস্কুলেও যায়। কিন্তু তদন্তের স্বার্থে পুলিশ এখনই স্পষ্ট করে কিছু বলতে চাইছে না।

মনোজের দেহ উদ্ধারের পর এদিন এলাকায় দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায়। অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে দুপুর সওয়া একটা নাগাদ মেজবিলে মহাসড়ক অবরোধ করেন স্থানীয়রা। প্রায় ৪০ মিনিট অবরোধ চলে। পুলিশের তরফে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অপরাধীদের ধরার আশ্বাস দেওয়া হলে অবরোধ তুলে নেন বাসিন্দারা। অন্যদিকে, নাবালক পুত্রের মৃত্যু কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছে না পরিবার। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মনোজের মা মেনকাদেবী। তিনি বলেন, 'আমার বুক খালি করে দিল। মেলায় গিয়ে ছেলেটা আর ফিরল না।'

গ্রামে সেতু নির্মাণে জোর

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : গ্রামীণ এলাকার সেতু নির্মাণে জোর দিচ্ছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ। বুধবার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের উপস্থিতিতে পর্ষদের প্রথম বৈঠকটি হয় উত্তরকন্যায়।

এদিনের বৈঠকে মূলত গ্রামীণ এলাকাগুলির উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, পর্ষদের সদস্যরা এলাকাভিত্তিক প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে পরবর্তী বৈঠকে জমা দেবেন। তারপর কাজের প্রস্তাব পাঠানো হবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর এবং রাজ্য সরকারের কাছে।

বৈঠক শেষে পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান বিনয়কৃষ্ণ বর্মন বলেন, 'এদিন আমাদের প্রথম বৈঠক ছিল। প্রাথমিকভাবে আমরা সেতু নির্মাণে জোর দিচ্ছি। তবে পরবর্তী বৈঠকে কোথায় কোন সেতু দরকার, তা নিয়ে আলোচনা হবে। যেহেতু কাজ করবে দপ্তর, তাই প্রস্তাব সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

আবহাওয়া
বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩০.০	১৯.০
শিলিগুড়ি	২৭.০	১৪.০
জলপাইগুড়ি	২৭.০	১৫.০
কোচবিহার	২৭.০	১৪.০
আলিপুরদুয়ার	২৭.০	১৪.০
মালদা	২৮.০	১৫.০
রায়গঞ্জ	২৭.০	১৫.০
গ্যাংটক	১৬.০	৯.০

আসতে রাজি মোদি

প্রথম পাতার পর

বরং তিনি কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে দেখা করার জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন। দিল্লি এলে কংগ্রেস সভানেত্রী ও তৃণমূল নেত্রীর সাক্ষাৎ প্রায় রুটিন ছিল আগে। এনিয়ে বুধবার এক প্রশ্নের উত্তরে মমতা কিন্তু বলেন, 'দিল্লি এলেই দেখা করতে হবে, এরকম কোনও বাধ্যবাধকতা আছে? সংবিধানে লেখা আছে?'

পরে সাফাই দিয়ে বলেন, 'আমি কারও থেকে কোনও সময় চাইনি। শুধু প্রধানমন্ত্রীর থেকে রাজ্যের বিষয়ে কথা বলার জন্য সময় চেয়েছিলাম। আমি জানি, ওঁরা পঞ্জাব নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত। ওঁরা ওঁদের দলের কাজ করুন।' যদিও মঙ্গলবার দুই কংগ্রেস নেতা কীর্তি আজাদ ও অশোক তানওয়ারকে তৃণমূলে টেনেছেন তিনি।

এব্যাপারেও তাঁর সাফাই, 'আমরা কাউকে ডাকিনি। যদি কেউ আমাদের দলে যোগ দিতে আসেন, তাহলে সেটা তাঁর বিষয়। আমরা দল ভাঙানোর চেষ্টা করি না। কেউ যদি মনে করেন যে, তৃণমূল দেশের জন্য ভালো লড়াই করবে, তাই তৃণমূলে আসবেন, তাহলে তো তাঁকে বাধা দিতে পারি না।'

প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে শিল্প সম্মেলনের ঘোষণা যদি হয় মমতার এই দিল্লি সফরের একটি মাস্টারস্ট্রোক, তাহলে নিঃসন্দেহে বিজেপি সাংসদ সুব্রহ্মণিয়াম স্বামীর সঙ্গে বৈঠক হল বড় চমক। মমতার অবশ্য দাবি, 'স্বামী বিদগ্ধ নেতা। বহুদিনের পরিচয়। তাই সৌজন্য সাক্ষাতে এসেছেন।' অন্যদিকে, স্বামীর সহাস্য মন্তব্য, 'আমি মমতার পাশে আছি। দলে যোগদানের কোনও বিষয় নেই।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই 'পাশে আছি' মন্তব্যটিই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বুধবার বিকেল পাঁচটায় সাউথ ব্লকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে নরেন্দ্র মোদির মুখোমুখি হন মমতা। হলুদ গোলাপের স্তবক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীর হাতে। প্রায় ৪০ মিনিট বৈঠক হয় তাঁদের।

দিল্লি আসার আগে মমতা বলেছিলেন, বিএসএফের এক্তিয়ার বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানাবেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিএসএফের কাজ সীমান্ত সামলানো। কিন্তু গুলি চালাচ্ছে। বিএসএফের এক্তিয়ার বৃদ্ধি নিয়ে কথা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আঘাত করা উচিত নয়। রাজ্যের সাহায্য চাইলে রাজ্য সাহায্য করতে প্রস্তুত। আরও টিকা লাগবে জানিয়েছি। বাংলার পাটশিল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে।'

মমতার দাবি, উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন স্থানে অরাজকতা করছে বিএসএফ। তাদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন গরিব মানুষ। বিএসএফের ক্ষমতা ও এক্তিয়ার বৃদ্ধি হলে রাজ্যের ক্ষমতা খর্ব হবে। এই নির্দেশ প্রত্যাহারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানিয়েছেন বলে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন।

রাজ্যের বকেয়া ৯৬ হাজার ৬৫৫ কোটি টাকা দ্রুত মেটানোর দাবিও জানান। ফণী, আমপান, যশ থেকে শুরু করে একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ব্যাপক ক্ষতির কারণে কেন্দ্রীয় সহায়তার দাবিও ছিল মুখ্যমন্ত্রীর ঝুলিতে।

শক্তি বাড়াচ্ছে আলফা

চিনের মদতে সেদেশে গড়া হয়েছে বেসক্যাম্প

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

নিঃশব্দে ঘুঁটি

- চিনে বেসক্যাম্প গড়ে নিঃশব্দে ঘাতকবাহিনী তৈরি করছে আলফা (স্বাধীন)
- নতুন করে প্রশিক্ষণ শিবির ও নিয়োগ শুরু করা হয়েছে
- দক্ষিণ চিনের রুইলি এবং মায়ানমারের সাগাইং এলাকায় শিবির খুলেছে আলফা
- রণনীতি বদলে আরও ভয়ংকর হচ্ছে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনটি
- চিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিতে যাওয়ার পথে সেনার হাতে দু'দফায় গ্রেপ্তার ন'জন
- আলফাকে সহযোগিতার বিনিময়ে শিলিগুড়ি করিডরে নজরদারি বাড়াতে চাইছে চিন

উত্তরবঙ্গ এক্সক্লুসিভ সংবাদ

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : মুখে শান্তির বার্তা। অথচ, চিনের মদতে সে দেশে বেসক্যাম্প গড়ে নিঃশব্দে ঘাতকবাহিনী তৈরি করছে আলফা (স্বাধীন)। নতুন করে শুরু হয়েছে জঙ্গি প্রশিক্ষণ। চলছে নিয়োগ। সংগঠনেও আনা হয়েছে রদবদল। গঠন করা হচ্ছে স্লিপার সেল। সব মিলিয়ে পরেশ বড়ুয়াদের রণনীতি বদল এবং চিনের মদতে, চিকেন নেকের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবাচ্ছে গোয়েন্দাদের।

হিমন্ত বিশ্বশর্মা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই অসমে ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ আসাম (আলফা) নিয়ে সদর্থক ইঙ্গিত মিলছিল। বেশ কয়েকজন আলফা জঙ্গি আত্মসমর্পণ করেছে এবং আলোচনার একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে বলে দাবি করেছে অসম সরকার। সেই দাবির যথেষ্ট কারণও আছে। চলতি বছরই প্রথমবার স্বাধীনতা দিবস বয়কটের রাস্তা থেকে সরে এসেছিল আলফা। ওইদিন ডাকা হয়নি বনধও। কোভিড পরিস্থিতির জন্য মে মাসে তিন মাসের জন্য অস্ত্র বিরতির ঘোষণা করেছিলেন আলফার কমান্ডার ইন চিফ পরেশ বড়ুয়া। অগাস্ট মাসে নতুন বিবৃতি দিয়ে অস্ত্র বিরতির মেয়াদ আরও তিন মাসের জন্য বৃদ্ধি করার ঘোষণা করেন তিনি। এইসব কার্যকলাপের ভিত্তিতেই প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছিল, অস্ত্রত্যাগ করে এবার শান্তির পথে এগোতে চাইছে আলফা।

তবে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের একটা অংশের মতে, এসব আসলে লোকদেখানো। মুখে শান্তির বার্তা দিয়ে তলে তলে চিনের সঙ্গে পুরোনো সম্পর্ক মজবুত করে ফেলেছে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনটি। এক পদস্থ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা কর্তা বলেন, 'আলফা একদিকে সংগঠন শক্তিশালী করছে, নতুন করে প্রশিক্ষণ শিবির খুলছে, অন্যদিকে শান্তির বার্তা দিচ্ছে। দুই ভূমিকা পরস্পর বিরোধী। আসলে শান্তির বার্তা দিয়ে ওদের বিরুদ্ধে যাতে কিছুদিন নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযান না হয় সেটাই সুনিশ্চিত করা এবং সেই সুযোগে নিজেদের সংগঠন সাজিয়ে নিতে চাইছেন পরেশ বড়ুয়ারা।'

গোয়েন্দা সূত্রের খবর, চিনে নতুন করে একাধিক প্রশিক্ষণ শিবির তৈরি করেছে আলফা। শিবির তৈরি হয়েছে মায়ানমারেও। সেখানে নতুন বেশ কয়েকটি ব্যাচের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। অস্ত্র ও শারীরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সাইবার বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে সেই শিবিরগুলিতে।

চিনে নতুন করে আলফার প্রশিক্ষণের ইঙ্গিত আগেই পেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। শনিবার চিনে যাওয়ার পথে নাগাল্যান্ডের ইন্দো-মায়ানমার সীমান্তের মন শহর থেকে এক জঙ্গি সহ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেন আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা। তাদের দফায় দফায় জেরার পর আলফার নতুন প্রশিক্ষণ শিবির নিয়ে বহু তথ্য জানতে পেরেছেন সেনা গোয়েন্দারা। ধৃতদের কাছ থেকে চিকেন নেকের একাধিক ম্যাপ পাওয়া গিয়েছে বলে সূত্রের খবর। নতুন করে শক্তিবৃদ্ধিতে আলফার সহযোগী হিসাবে এনএসসিএন (খাপলাং) গোষ্ঠী সম্পর্কেও বেশ কিছু প্রমাণ হাতে এসেছে গোয়েন্দাদের।

চিকেন নেকের ওপর চিনের বিষ নজর অনেক আগেই পড়েছিল। গোয়েন্দাদের আশঙ্কা, আলফাকে সাহায্য করার মাধ্যমে আদতে শিলিগুড়ি করিডরের ওপর নিজেদের নজরদারি আরও বাড়াতে চাইছে চিন। প্রয়োজনে যাতে ওই এলাকায় ভারত বিরোধী কার্যকলাপে আলফাকে ব্যবহার করা যায়, সেই রাস্তাও খোলা রাখছে প্রতিবেশী দেশটি।

এর আগে ২৯ সেপ্টেম্বর অসমের নামটোলা থেকে সাত যুবককে গ্রেপ্তার করেছিল আসাম রাইফেলস। সাতজনই মায়ানমার হয়ে চিনে আলফার প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিতে যাচ্ছিল। সম্প্রতি অসম পুলিশের এক কনস্টেবল আলফাতে যোগ দিয়েছেন বলেও বিতর্ক ছড়িয়েছে সে রাজ্যে। যদিও অসমের মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ওই কনস্টেবল অপহৃত হয়েছেন।

সূত্রের খবর, অসম, নাগাল্যান্ড ও মণিপুরের একাধিক এলাকা থেকে যুবকদের প্রশিক্ষণের জন্য নানা টোপ দিতে শুরু করেছে আলফা। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, মায়ানমার সীমান্তে থাকা দক্ষিণ চিনের রুইলি এলাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নতুনদের। এ থেকে গোয়েন্দাদের অনুমান, চিনের ওই এলাকা বা আশপাশেই ঘাঁটি করতে পারে আলফা। মায়ানমারের সাগাইং এলাকাতেও আলফার নতুন প্রশিক্ষণ শিবির চলছে বলে জানা গিয়েছে।

বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, অতি সম্প্রতি সংগঠনের দায়িত্বে উল্লেখযোগ্য কিছু রদবদল করেছে আলফা। কমান্ডার ইন চিফ পদের পাশাপাশি সংগঠনের সুপ্রিম কাউন্সিলের সভাপতি করা হয়েছে পরেশ বড়ুয়াকে। মাইকেল অসম ও নয়ন অসমকে সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য করা হয়েছে। সংগঠনের হাই কাউন্সিল ও লোয়ার কাউন্সিলের দায়িত্বেও নতুন মুখ আনা হয়েছে বলে খবর।

বাজারের ব্যাগে সন্তানের দেহ বইলেন বাবা

রায়গঞ্জ, ২৪ নভেম্বর : বাজারের ব্যাগে ভরে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হল নবজাতকের মৃতদেহ। অ্যাম্বুল্যান্সের চড়া ভাড়া মেটাতে না পেরে এভাবেই সদ্যোজাতের মৃতদেহ বাড়ি নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন পরিবারের লোকজন। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রায়গঞ্জে।

গত ২২ নভেম্বর রায়গঞ্জের ভাটোল অঞ্চলের মালদাপাড়া তাজপুরের বাসিন্দা রেহেনা খাতুন (১৯) প্রসবযন্ত্রণা নিয়ে ভাটোল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখান থেকে তাঁকে রেফার করা হয় রায়গঞ্জ মেডিকেলে। গতকাল তিনি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। জন্মের পরেই শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ায় সদ্যোজাতকে এসএনসিইউ বিভাগে ভর্তি করা হয়। এদিন দুপুরে নবজাতকের মৃত্যু হয়। পরিবারের লোকজন মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে যেতে নিশ্চয়যানের চালকের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু চালক জানিয়ে দেন, তিনি মৃতদেহ নিয়ে যেতে পারবেন না। বাধ্য হয়ে বাজারের ব্যাগে নবজাতকের মৃতদেহ ভরে মোটরবাইকে করে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন মৃত শিশুর বাবা ও ঠাকুমা।

মৃত শিশুর বাবা ইউসুফ রেজা বলেন, 'আমাদের পক্ষে তিন হাজার টাকা অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া দেওয়া সম্ভব নয়। তাই বাজারের ব্যাগে দেহ ভরে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছি।'

> “আমাদের পক্ষে তিন হাজার টাকা অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া দেওয়া সম্ভব নয়। তাই বাজারের ব্যাগে দেহ ভরে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছি।
>
> –ইউসুফ রেজা
> *মৃত শিশুর বাবা*

এ প্রসঙ্গে নিশ্চয়যান প্রকল্প সংগঠনের সদস্য ঝরু বর্মন বলেন, 'নবজাতকের মৃত্যু হলে আমরা দেহ গাড়িতে নিয়ে যেতে পারব না। গোটা রাজ্যেই এই আইন রয়েছে। তবে নবজাতকের মাকে বিনে পয়সায় বাড়িতে দিয়ে আসা যাবে।'

সংগঠনের আরেক সদস্য সুভাষ বর্মন বলেন, 'সন্তান প্রসব করার পর নবজাতক ও মাকে বিনে পয়সায় বাড়িতে দিয়ে আসার সরকারি নিয়ম রয়েছে। তবে মৃত শিশুকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি আমাদের কাছে নেই।'

নিশ্চয়যান প্রকল্পের উত্তর দিনাজপুর জেলার ইনচার্জ মনোজিৎ ঘোষ বলেন, 'মৃত শিশু নিয়ে যাওয়ার পারমিশন আমাদের কাছে নেই। তাই অ্যাম্বুল্যান্সেই নবজাতকের দেহ বাড়ি নিয়ে যেতে হবে।'

রায়গঞ্জ মেডিকেলের সহকারী অধ্যক্ষ প্রিয়ঙ্কর রায় বলেন, 'এনিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না। বিষয়টি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর দেখে।'

লুটের নেপথ্যে ব্যাংককর্মীরাই

দিনহাটা ও কোচবিহার, ২৪ নভেম্বর : ব্যাংককর্মীরা নিজেরাই টাকা সরিয়ে টাকা লুটের গল্প ফেঁদেছেন। উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের দিনহাটার নিগমনগর শাখা থেকে টাকা লুটের ঘটনায় ব্যাংকের কর্মীদের জেরা করে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য পেল পুলিশ। মঙ্গলবার তাঁদের তিনজনকেই দিনহাটা থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আদালতে তুলে তাঁদের ছয়দিনের হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ জেরায় জানতে পেরেছে, দীর্ঘদিন ধরে ব্যাংকের ক্যাশিয়ার আতারুল হোসেন ব্যাংকের টাকা নিয়ে তাঁর ইট, বালু ও বজরির ব্যবসায় খাটাচ্ছিলেন। সোমবার ব্যাংক থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির বিরাট অঙ্কের টাকা তোলার কথা ছিল। কিন্তু সেই পরিমাণ টাকা ব্যাংকে ছিল না। তাই ব্যাংক খুলতেই ওই টাকা লুটের গল্প ফেঁদেছিলেন তাঁরা। ব্যাংকের ম্যানেজার ও ক্যাজুয়াল কর্মীও ঘটনায় জড়িত।

দিনহাটা ভিলেজ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিগমনগর এলাকায় উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা রয়েছে। সোমবার ব্যাংক কর্তৃপক্ষ পুলিশকে জানায়, সকাল দশটা নাগাদ তিনজন গ্রাহক এসে ব্যাংক থেকে ১৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশের সন্দেহ হয়, ব্যাংকের ক্যাশিয়ার আতারুল হোসেন, ম্যানেজার অভিজিৎ ভৌমিক এবং ক্যাজুয়াল কর্মী চন্দ্রশেখর বর্মন মিথ্যা গল্প ফাঁদছেন। ব্যাংককর্মীদের বক্তব্যে পুলিশের সন্দেহ হয়। তাছাড়া ব্যাংকের আশপাশের দোকানদারদের কেউই দুষ্কৃতীদের বেরিয়ে যেতে দেখেননি। খোঁজখবর নেওয়ার পর ক্যাশিয়ার আতারুল হোসেন সহ ব্যাংকের তিন কর্মীকে থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাঁরা স্বীকার করেন যে, ক্যাশিয়ার দীর্ঘদিন ধরে ধাপে ধাপে টাকা সরিয়ে নিজের ব্যবসার কাজে লাগাতেন। সম্প্রতি তাঁর ব্যবসায় ক্ষতি হচ্ছিল। তাই আর ব্যাংকে টাকা ফেরাতে পারেননি।

ভল্লুক পিটিয়ে মারল ক্ষিপ্ত জনতা

প্রথম পাতার পর

ঢোকার খবর পেতেই আশপাশ থেকে দলে দলে লোক ভিড় করে। এত লোক দেখে ভল্লুকটিও বাগানে দাপিয়ে বেড়াতে থাকে। এভাবে ঘণ্টাচারেক কেটে গেলেও বনকর্মীরা ভল্লুকটিকে জঙ্গলে ফেরাতে পারেননি। মেটেলি থানা থেকে ঘটনাস্থলে গুটিকয়েক পুলিশকর্মী পৌঁছালেও তাঁদের পক্ষে জনতাকে সামলানো সম্ভব হয়নি।

এদিকে দুপুর ২টা নাগাদ বাগানে এক স্কুল ছাত্রের মাথা খুবলানো দেহ উদ্ধার হয়। বাগানের বাসিন্দাদের সন্দেহ হয়, কোনওভাবে ওই ছাত্র ভল্লুকটির সামনে পড়ে গিয়েছিল। তাকে মেরে মাথা খুবলে খেয়েছে বুনো। এরপরই বাগানের বাসিন্দারা দলে দলে বাঁশ-লাঠি হাতে ভল্লুকটিকে ঘিরে ফেলে। গুটিকয়েক পুলিশকর্মী ও বনকর্মীদের সামনে ক্ষিপ্ত জনতা ভল্লুকটিকে ঘিরে ফেলে পিটিয়ে মারে। ঘটনার খবর পেয়ে আরও পরে মালবাজারের এসডিপিও রবিন থাপা বিশাল বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন। ততক্ষণে এশিয়াটিক ব্ল্যাক বিয়ারকে মেরে ফেলেছে জনতা।

মৃতের জেঠিমা যমুনা খালকো বন দপ্তরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে বলেন, 'সকাল ১০টায় বাগানে ভল্লুক ঢুকলেও বনকর্মীরা সেটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে পারেনি। দুপুর ২টা নাগাদ ভল্লুকের আক্রমণে তরতাজা ছেলেটা মারা গেল। বরাবরই বাগানে হাতি ও অন্য বন্যপ্রাণীরা ঢুকলে বনকর্মীরা আসতে দেরি করে।' পরিবারের এক সদস্যর সরকারি চাকরি সহ ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন মৃতের আত্মীয়রা।

বাগানের শ্রমিক নেতা রোহন মিঞ্জ বলেন, 'দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। এইভাবে একটি তাজা প্রাণ চলে যাওয়া মেনে নিতে পারছি না। এতদিন শুধু এখানে হাতি ও চিতাবাঘের আনাগোনা ছিল। এখন নতুন করে ভল্লুকের আতঙ্ক হল।'

গোটা ঘটনায় বন দপ্তর ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ জানিয়েছে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলি। তাদের সকলেই মনে করছে, পুলিশ ও বন দপ্তর জনতাকে সরিয়ে দিয়ে ভল্লুকটিকে বনে ফেরানোর ব্যবস্থা করলেই এমন ঘটনা ঘটত না। অতি উৎসাহে অনেকে ভল্লুকের কাছে চলে যাওয়াতেই এমন ঘটনা ঘটল। খবর পেয়ে এদিন ঘটনাস্থলে যান পরিবেশপ্রেমী শ্যামাপ্রসাদ পান্ডে। তিনি বলেন, 'বাগানে ভল্লুক ঢোকার পরেই যদি প্রশাসনের তরফে লোক বাড়িয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হত তাহলে ওই তরতাজা যুবক ও ভল্লুকের মৃত্যু হত না।' পরিবেশপ্রেমী মানবেন্দ্র দে সরকার ও নফসর আলি মনে করেন, মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত রোধে বন দপ্তরের আরও উদ্যোগী হওয়া উচিত। ছাত্রের মৃত্যু দুর্ভাগ্যজনক। এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সে বিষয়ে প্রশাসনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা উচিত।

বন দপ্তরের খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার রাজকুমার লায়েক বলেন, 'খবর পাওয়ার পরেই আমরা বাগানে যাই। ভল্লুকটিকে ড্রাইভ করে নেওড়াভ্যালির জঙ্গলে পাঠানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল। কিন্তু ভিড় জমে যাওয়ায় সমস্যা হচ্ছিল। এরই মধ্যে বাগানের ভিতরে ওই ছাত্রের দেহ পাওয়া যায়। উত্তেজিত জনতা ভল্লুককে পিটিয়ে মেরে ফেলে। আমরা ভল্লুকের দেহ উদ্ধার করেছি। সেটি হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার প্রজাতির, পূর্ণবয়স্ক পুরুষ। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী মৃতের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাবে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।'

মালবাজারের এসডিপিও রবিন থাপা বলেন, 'ওই তরুণ ও ভল্লুকের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ভল্লুকের দেহ বন দপ্তরের হাতে দেওয়া হয়েছে। তরুণের দেহ বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত বন দপ্তর ও মৃত তরুণের পরিবারের তরফে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। অভিযোগ হলে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।'

নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানের আপার রেঞ্জে প্রচুর ভল্লুক রয়েছে। তবে লোয়ার রেঞ্জে ভল্লুক থাকলেও তাদের গভীর জঙ্গলের বাইরে বেরিয়ে আসতে আগে দেখা যায়নি। খাদ্যসংকটের জন্য ভল্লুক বেরিয়ে আসায় তা আগামীদিনে বন্যপ্রাণী-মানুষ নতুন করে সংঘাতের ইঙ্গিত দিয়ে গেল বলেই মনে করছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

নিয়োগপত্র

প্রথম পাতার পর

শিক্ষক নিয়োগের নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সমস্ত নথি যাচাইয়ের জন্য সময় দেওয়া হয়। যদি অনলাইনে অসুবিধা হয়, তাহলে তাঁরা সরাসরি নথি জমা করতে পারবেন বলে জানানো হয়। অনেকে অফলাইনে জমা দেন।

২০১৪ সালের টেট-এর প্রশ্নপত্রে ভুল থাকার জন্য ২০১৮ সালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশ ছিল, যাঁরা ভুল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, তাঁদের পূর্ণাঙ্গ নম্বর দিতে হবে। মানিকবাবুকে ভর্ৎসনার মুখেও পড়তে হয়। এরপরই নিয়োগ করতে পর্ষদের তৎপরতা শুরু হয়। অবশেষে বুধবার নিয়োগের তালিকা প্রকাশ করল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।